# গুঞ্জন

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পাহাড়ে তুমি আগুন জ্বেলে দাও।
বরফ মোছে রক্তদাগগুলি।
বাতাস বলে আমাকে সামলাও
নক্সা যত ছড়িয়ে দেব আমি;
যাদের চোখে বেঁধেছ তুমি ঠুলি
তাদেরও আমি বলব ডেকে ডেকে—
আমাকে দেখি কীভাবে পাকড়াও!

নদীটি গেছে ওখানে এঁকেবেঁকে
সবুজ করে দুপাশে তটভূমি।
আঁকন বাঁকন নদীর চলা থেকে
শিখিনি প্রেম - শিখিনি মৌসুমী।
ঢেলেছি বিষ। এখন মন্থনে
ছড়িয়ে দেব। উৎসে ফিরে যাও
খাঁ খাঁ বুকের দুঃখ জ্বেলে নাও।

বাতাস বলে আমাকে সামলাও—

# চরিত্র দোষ

রামকিশোর ভট্টাচার্য

চরিত্রদোষ গড়িয়ে পড়ছে জলে। নতুন রঙ-বাক্স নিয়ে
শত্রুরা দাঁড়িয়েছে পাশে। এখন উৎসব বললেই ফৌজদারি—
রঙ বদলের খেলা। পূর্বাভাসে ময়ুর নাচ দেখে ধুলাসুখ
ছদ্মবেশ হাসে। ঘাসের ওপর চিকচিক কষ্টদানারা। নোটবুকের
সন্দেহ - মরশুমে সারিবদ্ধ দাম্পত্যের শব। যে নামেই
ডাকা হোক ঈর্ষাপাণি ভিজে দাঁড়াবে এসে। যেন এবার
এক যুগ অভিশাপ ব্রহ্মকমলের বিষন্ন বেলায়—
গান হয়ে যাবে। যেন ভাতের থালায় জোছনার প্রাচীন ব্যান্নন
বড়ো বেশি পান্তা মনে হবে। এত আটপৌরে ছাপ তোমার
কপালে। হাত পাতো। ভাসানো হবে—
স্নেহপুরাণের বেওয়ারিশ ছবি...